রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৭ সনের ৩১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৩, ২০১৭

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৫৯—৫৭০
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৬৭—১২১০
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৯৫—১৯৭
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৮৩—৯১৪
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩৩
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ নিয়োগ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ: ৭ আষাঢ় ১৪২৪/২১ জুন ২০১৭

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৮.১৯.০৪৩.১৭-৩২৬—জনাব আবুল হাশেম (৬০৭৮), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গত ০১ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ শনিবার বেলা ৪:০০ ঘটিকায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে আনোয়ার খান মডার্ণ হাসপাতাল, ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি...................রাজিউন)।

২। মরহুম আবুল হাশেম ০২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২ তারিখে ভোলা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৫ এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন।

৩। মরহুম আবুল হাশেম দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ন, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও এক কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম আবুল হাশেম এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(কর প্রশাসন-২ শাখা)

অফিস আদেশ

তারিখ: ০৩ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.০১.০০০০.০২০.০৫.০৩৩.১২-১৮১—জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন সার্কেল-১০ (ভোলা), কর অঞ্চল-বরিশাল এর কর পরিদর্শক (চঃ দাঃ), জনাব অরুন কুমার দাসকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-৫(৩৩) কর প্রশাসন-২/২০১২/১১০, তারিখ: ২৬-১১-২০১২ খ্রিঃ এর অফিস আদেশ মূলে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। জনাব অরুন কুমার দাস এর বিরুদ্ধে ১৬১ দণ্ডবিধি এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় ১৬-১১-২০১৬ তারিখ ১৯৪ নং চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। উক্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে এজাহারকারী পক্ষ নারাজী বা আপত্তি না দেয়ায় গত ২৭-০৪-২০১৭ তারিখে স্পেশাল মামলা নং-০১/১৭ এর মাধ্যমে বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ভোলা তাঁকে ফৌজদারী মামলা হতে অব্যাহতি দিয়েছেন।

২। বর্ণিতাবস্থায়, জনাব অরুন কুমার দাস, কর পরিদর্শক (চঃ দাঃ), সার্কেল-১০ (ভোলা), কর অঞ্চল-বরিশালকে বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ভোলা স্পেশাল মামলা নং ০১/১৭ নং ফৌজদারী মামলা হতে অব্যাহতি দেওয়ায় তাঁর চাকুরীর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ নির্দেশক্রমে প্রত্যাহার করা হলো।

আজম উদ্দীন তালুকদার
দ্বিতীয় সচিব (কর প্রশাসন-২)।

পবিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৭ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ২২.০০.০০০০.০৭৯.১৪.০৭১.১৬-১৭০—পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "বনায়ন কর্মসূচিতে জনগোষ্ঠীভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য নিম্নোক্তভাবে প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) গঠন করা হল :

সভাপতি

(১) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
(৩) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
(৪) প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
(৫) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
(৬) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়
(৭) পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম
(৮) জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী
(৯) জেলা প্রশাসক, ভোলা
(১০) জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী
(১১) জেলা প্রশাসক, বরগুনা
(১২) জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর
(১৩) উপ-প্রধান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
(১৪) প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয়
(১৫) প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়
(১৬) প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
(১৭) প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(১৮) প্রতিনিধি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
(১৯) প্রতিনিধি, বন, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উইং, পরিকল্পনা কমিশন
(২০) প্রতিনিধি, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
(২১) প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
(২২) প্রতিনিধি, আইএমইডি
(২৩) প্রতিনিধি, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
(২৪) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(২৫) প্রতিনিধি, এনইসি -একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
(২৬) প্রতিনিধি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট, বন অধিদপ্তর
(২৭) জনাব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, আরণ্যক ফাউন্ডেশন
(২৮) ড. নিয়াজ আহমেদ খান, প্রফেসর, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(২৯) প্রতিনিধি, ইউএনডিপি বাংলাদেশ
(৩০) সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-২, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সদস্য-সচিব

(৩১) জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, বনায়ন কর্মসূচিতে জনগোষ্ঠীভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প।

কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর কার্যাবলী/দায়দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ বিষয়ক দিক নির্দেশনা প্রদান;

(খ) প্রকল্পের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনে নির্দেশনা প্রদান;

(গ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং ইউএনডিপি কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়ে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রদান;

(ঙ) প্রকল্প কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রাখার নিমিত্তে নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প কার্যক্রম দক্ষতার সাথে যথাসময়ে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

(চ) কমিটির সদস্যগণ প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর এবং বিশেষ প্রয়োজনে যে কোন সময় সভায় মিলিত হবেন;

(ছ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

নং ২২.০০.০০০০.০৭৯.১৪.০৭১.১৬-১৭১—পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "বনায়ন কর্মসূচিতে জনগোষ্ঠীভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরাসরি তদারকির জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করা হল :

আহ্বায়ক

(১) জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, (ICBA-ARP)

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রতিনিধি, বন, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ উইং, পরিকল্পনা কমিশন

(৩) প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৪) প্রতিনিধি, আইএমইডি

(৫) প্রতিনিধি, এনইসি -একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ

(৬) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(৭) প্রতিনিধি, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(৮) প্রকল্প পরিচালক, ভূমি মন্ত্রণালয় অংগ

(৯) প্রকল্প পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অংগ

(১০) প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর অংগ

(১১) প্রকল্প পরিচালক, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর অংগ

(১২) প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট অংগ

(১৩) প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অংগ

(১৪) উপ-প্রধান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

(১৫) প্রতিনিধি, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা

সদস্য-সচিব

(১৬) প্রকল্প পরিচালক, বন অধিদপ্তর অংগ।

কমিটির কার্য পরিধি :

(ক) গুণগতমান বজায়পূর্বক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;

(খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং জাতীয় প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে দিক নির্দেশনা প্রদান। সফলভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মাঠ পরিদর্শন ও সহায়তা প্রদান;

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাজেট ব্যবস্থাপনায় সার্বিক পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) প্রকল্প কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন। প্রকল্পের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা ও শিক্ষণে প্রকল্প মূল্যায়ন যথাযথভাবে ব্যবহার করা;

(ঙ) প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত যেকোনো প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(চ) কমিটির সদস্যগণ প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর এবং বিশেষ প্রয়োজনে যে কোন সময় সভায় মিলিত হবেন;

(ছ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুল হাশেম
সহকারী প্রধান।

শিল্প মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৫ আষাঢ় ১৪২৪/২৯ জুন ২০১৭

নং ৩৬.০৮৬.০১৪.০৩.০৯৩.০৯৮.২০১৪-২২৬—বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যে সকল দরপত্র মূল্যায়ন ও সুপারিশ মন্ত্রণালয় বা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের প্রয়োজন হবে সে সকল দরপত্র মূল্যায়নের জন্য নিম্নরূপে একটি কমিটি গঠন করা হল :

সভাপতি

(১) পরিচালক (বাণিজ্যিক), বিএসএফআইসি

সদস্যবৃন্দ

(২) পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল), বিএসএফআইসি

(৩) অধ্যাপক, যন্ত্র প্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা

(৪) অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৫) উপ-প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়

(৬) হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএসএফআইসি

সদস্য-সচিব

(৭) প্রকল্প পরিচালক, "ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)"-প্রকল্প।

নং ৩৬.০০.০০০০.০৮৬.১৪.০১৬.১৬(অংশ-৩)-২২৭—বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন (১ম সংশোধিত)"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যে সকল দরপত্র মূল্যায়ন ও সুপারিশ মন্ত্রণালয় বা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের প্রয়োজন হবে সে সকল দরপত্র মূল্যায়নের জন্য নিম্নরূপে একটি কমিটি গঠন করা হল :

সভাপতি

(১) পরিচালক (বাণিজ্যিক), বিএসএফআইসি

সদস্যবৃন্দ

(২) পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল), বিএসএফআইসি

(৩) অধ্যাপক, যন্ত্র প্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা

(৪) অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৫) উপ-প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়

(৬) হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএসএফআইসি

সদস্য-সচিব

(৭) প্রকল্প পরিচালক, "নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন (১ম সংশোধিত)"-প্রকল্প।

মুঃ নুরুল আমিন খান
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০২৭.১০-৫১—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১(৩) উপ-ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঘাটাইল, টাংগাইল এর ০৫-০৬-২০১৭ তারিখের ৬৭০ নং পত্রের আলোকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার ঘাটাইল উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রঃ নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	প্রস্তাবিত সদস্য	পদবী
(০১)	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	রোজি সিদ্দিকা মেরী স্বামী-মোঃ মিজানুর রহমান খান গ্রাম+ডাকঘর+উপজেলা-ঘাটাইল, জেলা-টাঙ্গাইল।	সদস্য
(০২)	১০(১)(ঙ)	সমাজসেবী	নূরজাহান সিদ্দিকা স্বামী-মোঃ লুৎফর রহমান খান গ্রাম+ডাকঘর-কদমতলী, উপজেলা-ঘাটাইল, জেলা-টাঙ্গাইল।	চেয়ারম্যান
(০৩)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	রাশিদা বেগম স্বামী-মোঃ জামাল হোসেন গ্রাম-বাঘারা, ডাকঘর-লক্ষিন্দর, উপজেলা-ঘাটাইল, জেলা-টাঙ্গাইল।	সদস্য
(০৪)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	সালেহা বেগম স্বামী-মোঃ মালেক আকন্দ গ্রাম-সংগ্রামপুর, ডাকঘর-ছোনখোলা, উপজেলা-ঘাটাইল, জেলা-টাঙ্গাইল।	সদস্য
(০৫)	১০(১)(ঙ)	বিশিষ্ট মহিলা	মাছুদা বেগম স্বামী-মোঃ আঃ আজিজ তালুকদার গ্রাম-শরিকবাড়ী, ডাকঘর-গালা বীরসিংহ, উপজেলা-ঘাটাইল, জেলা-টাঙ্গাইল।	সদস্য

২। উপরে উল্লিখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ২ নং ক্রমিকের নূরজাহান সিদ্দিকা উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসিনা আক্তার খানম
সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/৩১ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৫.২০১৬-৪৯৭—যেহেতু, জনাব মোঃ ফয়সাল আহম্মেদ, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ তাঁর বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া উপজেলায় কর্মরত থাকাকালে বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া উপজেলাধীন কুশলীহাট-ধারাবাশাইল জিসি সড়ক ভায়া মিত্রডাঙ্গা-সোনাখালী সড়কে ৭৭৫০ মিঃ চেইনেজে ৭৫.০০ (৩×২৫ মিঃ) ব্রীজ নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী এ বিভাগের ২৫-০৭-২০১৬ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৪. ২০১৬-৫৯০ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাঁর দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অদক্ষতা ও অসদাচরণ অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় জনাব মোঃ ফয়সাল আহম্মেদ, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ কর্মরত থাকাকালীন বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলাধীন কুশলীহাট-ধারাবাশাইল জিসি সড়ক ভায়া মিত্রডাঙ্গা-সোনাখালী সড়কে ৭৭৫০ মিঃ চেইজেনে ৭৫.০০ (৩×২৫) মিঃ ব্রীজ নির্মাণ কাজ

নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ও যথাযথভাবে তদারকী করেননি। ফলে বর্ণিত কাজে ২৫ মিঃ স্প্যানের গার্ডার বেঁকে যাওয়ায় পূর্বাপর বিষয়টি জানতেন এবং উপজেলা প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেনকে এই মর্মে ঘটনার আগে অবহিত করেছিলেন। তবে গার্ডার ঢালাইয়ের পূর্বে অর্থাৎ ১৪-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না মর্মে স্বাকারোক্তি দিয়েছেন যা আদৌ সত্য না মর্মে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনাব নাসিমুল ইসলাম তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট জেরায় স্বীকার করেছেন যে, জনাব ফয়সাল আহম্মেদ ১৪-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও গার্ডারের সাটারিং বাঁকা হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ২৭-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প পরিচালক, জনাব আঃ কুদ্দুস মন্ডল উক্ত নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করে ত্রুটির বিষয়ে জনাব মঞ্জুর ও জনাব ফয়সাল আহম্মেদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের বিরুদ্ধে ০২-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে প্রধান প্রকৌশলীর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জনাব ফয়সাল আহম্মেদের ঘটনাস্থলে বর্ণিত তারিখে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে কোন আলোচনা দেখা যায় না। অন্যদিকে এতবড় ব্রীজ নির্মাণ কাজের স্থানীয় সার্বিক মনিটরিং এর দায়িত্বে নিয়োজিত জনার ফয়সাল আহম্মেদের অনুপস্থিত থাকাও অস্বাভাবিক এবং তা দায়িত্ব অবহেলার সামিল। যদিও তিনি ভিন্নখাতে মামলা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অজুহাত হিসেবে অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি প্রমাণের অপচেষ্টা করা হয়েছে। উপর্যুক্ত বর্ণনায় জনাব মোঃ ফয়সাল আহম্মেদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

সেহেতু, আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযুক্তের সকল জবাব ও দলিলপত্র পর্যালোচনা করে অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনায় জনাব মোঃ ফয়সাল আহম্মেদ, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় একই বিধিমালার ৩(এ) ও ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। ব্রীজ নির্মাণে তাঁর অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধিতে বর্ণিত লঘুদণ্ড হিসেবে ২(দুই) বছরের জন্য তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করা হলো। এ দণ্ড দুই বছর বলবৎ থাকবে। দুই বছর পর তিনি বিধি মোতাবেক বার্ষিক বর্ধিত বেতন পাবেন এবং তিনি উক্ত দুই বছরের কোন বকেয়া বেতন পাবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০২.১৭-৮৪০**—যেহেতু, জনাব মোঃ হালিমুল হক মিরু, পিতা-মোঃ আবু তালেব মিয়া, মহল্লা-মনিরামপুর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ জেলাধীন শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ হালিমুল হক মিরু, এবং অন্যান্য ৩৭ (সাঁইত্রিশ) জনকে আসামী করে শাহজাদপুর থানায় ফৌজদারী মামলা নং ০৪, তারিখঃ ০৩-০২-২০১৭, ধারা-১৪৩/৩২৩/৩০৭/৩০২/৩৪ দঃ বিঃ দায়ের করা হয়েছে;

যেহেতু, বর্ণিত মামলার বিবরণ অনুযায়ী পৌর মেয়র জনাব মোঃ হালিমুল হক মিরু এর ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপকর্মের বিরুদ্ধে শাহজাদপুর পৌর এলাকায় স্থানীয়ভাবে গত ০২-০২-২০১৭ তারিখ আনুমানিক বিকাল ৩.০০ টায় প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় এবং পৌর মেয়র জনাব মোঃ হালিমুল হক মিরু এর নেতৃত্বে অন্যান্য আসামীগণ আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রসহ প্রতিবাদ মিছিলকারীদের হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে এবং এ ঘটনার ছবি তোলার সময় জনাব মোঃ হালিমুল হক মিরু সাংবাদিক আব্দুল হাকিম শিমুল-কে লক্ষ্য করে শর্টগান থেকে গুলি ছুড়লে সাংবাদিক আব্দুল হাকিম শিমুল গুলিবিদ্ধ হন এবং ০৩-০২-২০১৭ তারিখ দুপুর ০১.০০ টায় মৃত্যুবরণ করেন; এবং

যেহেতু, দায়েরকৃত মামলার তদন্ত শেষে ব্যালেষ্টিক পরীক্ষার রিপোর্ট, ময়না তদন্ত রিপোর্ট ও সাক্ষ্য পর্যালোচনায় মোঃ হালিমুল হক মিরুর শর্টগানের গুলিতে আব্দুল হাকিম শিমুল মৃত্যুবরণ করেছেন মর্মে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয় এবং এ অভিযোগের বিষয়ে ৫৫ (পঞ্চান্ন) জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়েছেন; এবং

যেহেতু, বর্ণিত মামলায় তদন্ত শেষে প্রাথমিক সত্যতার ভিত্তিতে শাহজাদপুর থানায় দায়েরকৃত মামলা নং-০৪, তারিখঃ ০৩-০২-২০১৭ এর অভিযোগ পত্র (নং-১০৭/১, তারিখঃ ৩০-০৪-২০১৭) বিজ্ঞ আদালত বরাবর দাখিল করা হয়েছে এবং আসামী জনাব মোঃ হালিমুল হক মিরু সহ অন্যান্য ৩৬ (ছত্রিশ) জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রটি বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ১৩-০৬-২০১৭ ইং তারিখে গৃহীত হয়েছে; এবং

যেহেতু, আসামী জনাব মোঃ হালিমুল হক মিরু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে কারাগারে আটক রয়েছেন; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক "....যে ক্ষেত্রে পৌরসভার মেয়র এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র অথবা কাউন্সিলর কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হইলে, সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র বা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে।"

যেহেতু, হত্যা মামলায় গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী মোঃ হালিমুল হক মিরু কর্তৃক মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হলে পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং পৌরসভার সেবা গ্রহণকারী সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার হতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীগণের সাক্ষ্য প্রভাবিত হওয়ার যৌক্তিক আশংকা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তাঁর কর্তৃক মেয়রের ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনসেবায় নিয়োজিত থাকা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে বিধায় তাঁকে মেয়র এর পদ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা প্রয়োজন।

সেহেতু, সিরাজগঞ্জ জেলাধীন শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ হালিমুল হক মিরুকে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

মোঃ আবদুর রউফ মিয়া
উপসচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০২.১৭-৮৪১—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (পিতা-হাজী মোঃ মোকছেদ, সাং-নলুয়া দক্ষিণ পাড়া ফাইটাবাড়ী, থানা-শাহজাদপুর, জেলা-সিরাজগঞ্জ) শাহজাদপুর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,এবং অন্যান্য ৩৭ (সাঁইত্রিশ) জনকে আসামী করে শাহজাদপুর থানায় ফৌজদারী মামলা নং ০৪, তারিখ: ০৩-০২-২০১৭, ধারা-১৪৩/৩২৩/৩০৭/৩০২/৩৪ দঃ বিঃ দায়ের করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, বর্ণিত মামলার বিবরণ অনুযায়ী পৌর মেয়র জনাব মোঃ হালিমুল হক মিরু, এর ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপকর্মের বিরুদ্ধে শাহজাদপুর পৌর এলাকায় স্থানীয়ভাবে গত ০২-০২-২০১৭ তারিখ আনুমানিক বিকাল ৩:০০ টায় প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় এবং পৌর মেয়র জনাব মোঃ হালিমুল হক মিরু এর নেতৃত্বে আসামী মোঃ আব্দুর রাজ্জাকসহ অন্যান্য আসামীগণ আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রসহ প্রতিবাদ মিছিলকারীদের হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে এবং এ ঘটনার ছবি তোলার সময় সাংবাদিক আব্দুল হাকিম শিমুল গুলিবিদ্ধ হন এবং ০৩-০২-২০১৭ তারিখ দুপুর ০১:০০ টায় মৃত্যুবরণ করেন; এবং

যেহেতু, বর্ণিত মামলায় তদন্ত শেষে প্রাথমিক সত্যতার ভিত্তিতে শাহজাদপুর থানায় দায়েরকৃত মামলা নং-০৪, তারিখ: ০৩-০২-২০১৭ এর অভিযোগ পত্র (নং-১০৭/১, তারিখ: ৩০-০৪-২০১৭) বিজ্ঞ আদালত বরাবর দাখিল করা হয়েছে এবং আসামী জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাকসহ অন্যান্য ৩৬ (ছত্রিশ) জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রটি বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ১৩-০৬-২০১৭ ইং তারিখে গৃহীত হয়েছে; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৩১ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক "....যে ক্ষেত্রে পৌরসভার মেয়র এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র অথবা কাউন্সিলর কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হইলে, সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র বা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে।"

যেহেতু, হত্যা মামলায় গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, কর্তৃক কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হলে পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং পৌরসভার সেবা গ্রহণকারী সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার হতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীগণের সাক্ষ্য প্রভাবিত হওয়ার যৌক্তিক আশংকা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তাঁর কর্তৃক কাউন্সিলরের ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনসেবায় নিয়োজিত থাকা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে বিধায় তাঁকে কাউন্সিলর এর পদ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা প্রয়োজন।

সেহেতু, সিরাজগঞ্জ জেলাধীন শাহজাদপুর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক-কে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

মোঃ আবদুর রউফ মিয়া
উপসচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ জুলাই ২০১৭

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১০.১৭-৪১১—আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ১৯৯৫ এর ৯(১) এবং ১০(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান খান, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এর স্থলে মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন, এসজিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি-কে যতদিন তিনি আনসার ও ভিডিপি'র মহাপরিচালক থাকবেন ততদিনের জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৯ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০৩৬.৩৩.০০. ০০০০.১৬৩.১০-১৪৫—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	রাধানগর	১৬৭	মধুপুর	টাংগাইল
(২)	দূর্গাপুর	১৬৫	মধুপুর	টাংগাইল
(৩)	নাগরপাড়া	১১৭	মির্জাপুর	টাংগাইল
(৪)	কুড়িপাড়া	২০৫	মির্জাপুর	টাংগাইল

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১৩.১৭-১৪৬—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	সিংজানি যাদব	৩৭	জামালপুর সদর	জামালপুর
(২)	কোচগড়	৫৬	জামালপুর সদর	জামালপুর
(৩)	বন্দকুটরিয়া	১০	জামালপুর সদর	জামালপুর
(৪)	চাঁদপুর	৩৯	জামালপুর সদর	জামালপুর

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৫)	চককুটরিয়া	১১	জামালপুর সদর	জামালপুর
(৬)	চক কালীপুর	৩৩	জামালপুর সদর	জামালপুর
(৭)	পটিকা	১২৫	জামালপুর সদর	জামালপুর
(৮)	আরিপপুর	২৪	জামালপুর সদর	জামালপুর
(৯)	মথুরাবাড়ী	১৩	জামালপুর সদর	জামালপুর
(১০)	গোবিন্দপুর	২৫	জামালপুর সদর	জামালপুর
(১১)	নাছির পুর	২৭	জামালপুর সদর	জামালপুর
(১২)	রহিমপুর	৮৭	জামালপুর সদর	জামালপুর
(১৩)	বিষ্ণুরামপুর বাজারামপুর	২৯	জামালপুর সদর	জামালপুর
(১৪)	বেলবেলিয়া	১৯৪	জামালপুর সদর	জামালপুর
(১৫)	দিয়াবাড়ী	৩০	জামালপুর সদর	জামালপুর
(১৬)	আলিয়ারপুর	৩২	জামালপুর সদর	জামালপুর
(১৭)	ভেলাপিঙ্গলহাটি	১৬৫	জামালপুর সদর	জামালপুর
(১৮)	ডাকপাড়া	৩৫	জামালপুর সদর	জামালপুর
(১৯)	দুবারিয়া	১০৩	জামালপুর সদর	জামালপুর
(২০)	তাজপুর	১৯৩	জামালপুর সদর	জামালপুর
(২১)	কলাবহ	৫৯	জামালপুর সদর	জামালপুর

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.৩৩.০০৬.১১-১৪৭—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	চরখালি	৭	আমতলী	বরগুনা
(২)	হরিমৃত্যুঞ্জয়	১১	আমতলী	বরগুনা
(৩)	রায়বালা	১৫	আমতলী	বরগুনা

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৮.১৪-১৪৮—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	বোয়ালিয়া	৮১	গলাচিপা	পটুয়াখালী
(২)	মৌডুবি	৯৮	গলাচিপা	পটুয়াখালী
(৩)	চর গঙ্গা	১০৮	গলাচিপা	পটুয়াখালী
(৪)	মুখর বান্দা	১০০	গলাচিপা	পটুয়াখালী
(৫)	ছাতিয়ানপাড়া	৯৬	গলাচিপা	পটুয়াখালী
(৬)	ছোট বাইশদিয়া	১২৫	গলাচিপা	পটুয়াখালী
(৭)	কাজিকান্দা	৯৭	গলাচিপা	পটুয়াখালী
(৮)	বিবির হাওলা	৯১	গলাচিপা	পটুয়াখালী
(৯)	পূর্ব হরিদ্রাখালী	১৩০	গলাচিপা	পটুয়াখালী
(১০)	পূর্ব চর রুস্তম	১৪৯	গলাচিপা	পটুয়াখালী
(১১)	চরযতিন	০৯	মনপুরা	ভোলা
(১২)	চর ফইজউদ্দিন	১৬	মনপুরা	ভোলা
(১৩)	সোনার চর	০৮	মনপুরা	ভোলা
(১৪)	দাসের হাট	১৪	মনপুরা	ভোলা
(১৫)	লালপুর	১২৮	লালপুর	নাটোর
(১৬)	গৌরিপুর	১৪৫	লালপুর	নাটোর
(১৭)	দিয়ার বাহাদুরপুর	৫২	লালপুর	নাটোর
(১৮)	জোতাষী	১৭৮	বাঘা	রাজশাহী
(১৯)	পদমপুর	১৫৫	বাঘা	রাজশাহী
(২০)	রাজাপুরচর	১৭৫	বাঘা	রাজশাহী
(২১)	লক্ষিনগর	১৭৭	বাঘা	রাজশাহী
(২২)	তাবারীপাড়া	৬৫	রায়গঞ্জ	সিরাজগঞ্জ
(২৩)	ভিকনপুর	১১৩	রায়গঞ্জ	সিরাজগঞ্জ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২০.২০১৭-৩০২—যেহেতু, ডাঃ সহেলী আহমেদ (১১০৪৪৮), সহকারী অধ্যাপক (নেফ্রোলজি), ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা সি.আর মামলা নং-২০/১৬(ধারা ৪৯৪/১০৯ পেনাল কোড) মোতাবেক শাহবাগ থানা পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে জামিনপ্রাপ্ত হওয়ায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ (পার্ট-১) এর বিধি-৭৩ মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৭-৪-২০১৭ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২০.২০১৭-২১৬ নং প্রজ্ঞাপনে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারী মিস কেস ৮১৬১/২০১৭ এর ২৭-০২-২০১৭ তারিখে প্রদত্ত আদেশে সি.আর-২০/১৬ নং মামলাটি ৬(ছয়) মাসের জন্য স্থগিত আছে;

যেহেতু, আইন ও বিচার বিভাগ মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী ডাঃ সহেলী আহমেদ (১১০৪৪৮)-কে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে আইনগত কোন বাধা নেই মর্মে মতামত দিয়েছে;

সেহেতু, এক্ষণে ডাঃ সহেলী আহমেদ (১১০৪৪৮), সহকারী অধ্যাপক (নেফ্রোলজি), ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকাকে প্রদত্ত ২৭-০৪-২০১৭ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২০.২০১৭-২১৬ নং সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হল।

মোঃ সিরাজুল হক খান
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ জুন ২০১৭

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০২.১৬-৮৫৬—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, পিতা: মো: সাজ্জাদ আলী, বাসা/ হোল্ডিং নং-২৪, মহল্লা: মাস্টারপাড়া, ডাকঘর: চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এবং অন্যান্য ২৪ (চব্বিশ) জনকে আসামী করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার মামলা নং-৩, তারিখঃ ০২-০৮-২০১৬ জি,আর নং-৪০৬/২০১৬ হতে উদ্ভুত বিশেষ ক্ষমতা মামলা নং-১৭৪/২০১৭ স্পেশাল ট্রাইব্যনাল-১, চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালতে ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪, ৬ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, বর্ণিত মামলার বিবরণ অনুযায়ী কতিপয় দুস্কৃতিকারী চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানাধীন চামাগ্রাম নাইট স্কুলে নাশকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ককটেল, গান পাউডার ও লাঠি নিয়ে সমাবেত হন এবং পুলিশের উপস্থিতিতে পালানোর চেষ্টাকালে ২১ (একুশ) জন আসামী গ্রেফতার হন এবং আসামী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সহ অজ্ঞাতনামা ৮/১০ জন পালিয়ে যান। এ সময় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি প্লাষ্টিকের ব্যাগের মধ্যে ৩০ (ত্রিশ)টি ককটেল, একটি পলিথিন ব্যাগে ৫০০ (পাঁচশত) গ্রাম গান পাউডার এবং ৩০ (ত্রিশ)টি বাঁশের লাঠি উদ্ধার করে; এবং

যেহেতু, দায়েরকৃত মামলার তদন্ত শেষে রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট পর্যালোচনায়, মামলার অবস্থাগতদৃষ্টে ও ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় এবং সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আসামীদের বিরুদ্ধে ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪, ৬ ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ অভিযোগের বিষয়ে ২৭ (সাতাশ) জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়েছেন; এবং

যেহেতু, বর্ণিত মামলায় তদন্ত শেষে প্রাথমিক সত্যতার ভিত্তিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার মামলা নং-৩, তারিখঃ ০২-০৮-২০১৬ জি,আর নং-৪০৬/২০১৬ হতে উদ্ভুত বিশেষ ক্ষমতা মামলা নং-১৭৪/২০১৭ এর অভিযোগ পত্র নং-১৩৯, তারিখঃ ১৫-০৩-২০১৭ সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইবুনাল-১, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বরাবর দাখিল করা হয়েছে এবং অভিযোগপত্রটি বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গত ০৯-০৪-২০১৭ ইং তারিখে গৃহীত হয়েছে; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক "যেক্ষেত্রে কোন পৌরসভার মেয়র অথবা কাউন্সিল.........এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র অথবা কাউন্সিলর কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হইলে, সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র বা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে।"

যেহেতু, বে-আইনীভাবে জনসাধারণের প্রাণহানী ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে ককটেল, গান-পাউডার (বিস্ফোরক পদার্থ) হেফাজতে রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম কর্তৃক মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হলে পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং পৌরসভার সেবা গ্রহণকারী সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার হতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীগণের সাক্ষ্য প্রভাবিত হওয়ার যৌক্তিক আশংকা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তাঁর কর্তৃক মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনসেবায় নিয়োজিত থাকা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে বিধায় তাঁকে মেয়র এর পদ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা প্রয়োজন।

সেহেতু, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলামকে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

মোঃ আবদুর রউফ মিয়া
উপ-সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৬ জুলাই ২০১৭

নং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০১৩.১৭-৩৮৭—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে "অন্যান্য সমিতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ" খাতের 'বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/ প্রতিষ্ঠানসমূহ-কে' অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাই ও অনুদান প্রদানের সুপারিশের জন্য নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো:

আহবায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) মহাপরিচালক, ব্যান্সডক, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

(৩) মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

(৪) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ধানমন্ডি, ঢাকা-এর একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন।

(৫) বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-এর একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন।

(৬) যুগ্ম প্রধান (উপ্রউ), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৭) উপসচিব, অধিশাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০১৪.১৭-৩৮৮—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে "দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহে" অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাই ও অনুদান প্রদানের সুপারিশের জন্য নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো:

আহবায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) মহাপরিচালক, ব্যান্সডক, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

(৩) মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

(৪) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ধানমন্ডি, ঢাকা-এর একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন।

(৫) বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-এর একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন।

(৬) যুগ্ম প্রধান (উপ্রউ), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৭) উপসচিব, অধিশাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০১৫.১৭-৩৮৯—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে "দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার/কর্মশালা ও প্রদর্শনী" আয়োজনের লক্ষ্যে উপজেলা বাছাই ও সেমিনার আয়োজনের সুপারিশের জন্য নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো:

আহবায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

(৩) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ধানমন্ডি, ঢাকা-এর একজন প্রতিনিধি।

(৪) বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর একজন প্রতিনিধি।

(৫) কৃষি মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

(৬) উপসচিব (উবৈউ), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

একেএম তারেক
উপসচিব।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (শাখা-১)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং শিম/শাঃ১৮/বেঃরোঃবিঃ-১/২০০৮/১৭২—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৯ এর ১০(১) ধারা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রফেসর ডক্টর নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ বর্তমানে প্রেষণে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি), ঢাকাকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন:

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তার নিয়োগের মেয়াদ ৪(চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে এর পূর্বেই এ নিয়োগাদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তিনি তার বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি অনুযায়ী পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন;

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

তারিখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং শিম/শাঃ১৮/বঃকৃঃবিঃ-১/৯৯(অংশ)/১৭৯—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর ১০(১) ধারা অনুযায়ী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ গিয়াসউদ্দীন মিয়াকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন:

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তার নিয়োগের মেয়াদ ৪(চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে এর পূর্বেই এ নিয়োগাদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তিনি তার বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি অনুযায়ী পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন;

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

আবদুস সাত্তার মিয়া
সহকারী সচিব (স.বি.-১)।

অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৩ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩৫.১৬-৩৬৭—যেহেতু, বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহবুব আলম, অধ্যক্ষ, বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ কলেজ, ফরিদপুর এর বিরুদ্ধে উক্ত কলেজ ক্যাম্পাসের পুরানো ৫০টি মেহগনি গাছ কর্তন করায় তার প্রতি শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকবৃন্দসহ স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ও তার নিকট কলেজের আদায়কৃত ৬,৭০,০২৭/- টাকার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে জানান যে, ৫০(পঞ্চাশ) টি পুরনো মেহগনি গাছ তিনি কর্তন করেননি। উক্ত কলেজ ক্যাম্পাসে ৫০(পঞ্চাশ) টি পুরনো মেহগনি গাছের অস্তিত্ব কখনো ছিলোনা। একাডেমী কাউন্সিল এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ৫টি ঝুকি পূর্ণ মেহগনি গাছ এবং ক্যাম্পাসের বাইরে বেসরকারি থাকাবস্থায় লিজকৃত জমি হতে ১৭টি মেহগনি গাছ কর্তন করে ১০০(একশত) জোড়া বেঞ্চ তৈরি করে ছাত্র-ছাত্রীদের আসন সংকট নিরসন করেন। সদ্য জাতীয়করণকৃত একটি কলেজের একাডেমী শৃঙ্খলা ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য ছাত্র ছাত্রীদের কল্যাণে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এরূপ পদক্ষেপ নেয়ার অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তিনি সবিনয় ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং ৬,৭০,০২৫/- (ছয় লক্ষ সত্তর হাজার পঁচিশ) টাকা ইতিপূর্বে উক্ত কলেজের ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করেছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুব আলম, অধ্যক্ষ, বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ কলেজ, ফরিদপুর এর ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত জবানবন্দি এবং আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলা হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২৫.১৬-৩৬৮—যেহেতু, বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব টি. এম. জাকির হোসেন (৭২৩৬), উপপরিচালক (সহযোগী অধ্যাপক-ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা এর বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ১৩ তারিখের ২০১১/১১/ স্মারক নং শিম নং প্রজ্ঞাপনে শিক্ষকদের বেতন ৩৯৬/(অংশ)২০০৯/১২-এমপিও/১৩-শা/ভাতা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহন করতে হবে মর্মে নির্দেশনা থাকার পরও তিনি নির্দেশনা উপেক্ষা করে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিষয়ের ০১, জনাব পলাশ ঘোষ জন শিক্ষক ০১(এক) স তালা, পাটিকেল ঘাটা এইচ আর কলেজ, ৩০৯২২৮৭-উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ইনডেক্স নং, প্রভাষক সাতক্ষীরাকে এমপিও ভুক্ত করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী বিধিমালা (শৃঙ্খলা ও আপীল) ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে জানান যে, "শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র মোতাবেক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন খুলনাসহ মোট ০৯(নয়) টি শিক্ষা অঞ্চলের মাধ্যমে এম.পি.ও. বিতরণ কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্যতা না থাকলে বা আবেদন অসম্পূর্ণ হলে বা অন্য কোন ত্রুটি থাকলে অনলাইনে আবেদনটি প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবরে ফেরৎ পাঠানোর নির্দেশনা রয়েছে। ৭(খ)(৪) এ জনবল কাঠামোর আলোকে প্রাপ্যতা না থাকলে বা অসম্পূর্ণ আবেদন হলে বা অন্যকোন ত্রুটি থাকলে বিদ্যালয় পরিদর্শক/বিদ্যালয় পরিদর্শিকা অনলাইনে আবেদনটি সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ আঞ্চলিক উপপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। এম.পি.ও. কার্যক্রম প্রতিমাসের ১-১৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশনা ছিল। গত জানুয়ারি ২০১৬, এমপিও মাসে প্রায় ১৮০০ আবেদন নিস্পত্তি করতে হয়। এত স্বল্প সময়ে এত অধিক পরিমাণে ফাইল নিস্পত্তির এ অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন। এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার ও বিদ্যালয় পরিদর্শিকা সকলেই নতুন। জেলা শিক্ষা অফিসার অনলাইনে আবেদনপত্রটি যাচাই/বাছাই পূর্বক আঞ্চলিক উপপরিচালক এর ইউজার আইডিতে প্রেরণ করেন। আঞ্চলিক উপপরিচালক যাচাই/বাছাইয়ের জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শক/বিদ্যালয় পরিদর্শিকার নিকট প্রেরণ করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক/পরিদর্শিকা নথিপত্র যাচাই বাছাই এর পরে সুনির্দিষ্ট মতামতসহ (অনুমোদন/বাতিল) প্রস্তাব প্রেরণ করেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রভাষক জনাব পলাশ কুমার ঘোষের এম.পি.ও. প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তাই প্রতিষ্ঠান প্রধানের ইউজার আইডিতে ফেরৎ পাঠাননি বরং সকল কর্মকর্তাই সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সঠিক আছে মর্মে মন্তব্য প্রদান পূর্বক এমপিও ফাইল অগ্রায়ন করেছেন। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিষয়ে এম.পি.ও. প্রদান করা যাবে না এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট মন্তব্য প্রদান করেননি বা ফাইল রিজেক্ট করার কোন প্রস্তাবনা কেহই প্রদান করেননি। অতি স্বল্প সময়ে ১৮০০ (এক হাজার আটশত) এম.পি.ও. ফাইল নিস্পত্তি করার মত দুরহ কাজ করতে গিয়ে ভুলক্রমে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিষয়ে এম.পি.ও. সংক্রান্ত ফাইলটি মাউশিতে প্রেরণ করা হয় এবং এম.পি.ও. ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে বিষয়টি অবহিত হলে এম.পি.ও. স্থগিত করার জন্য মহাপরিচালক, মা.উ.শি. কে মৌখিকভাবে অবহিত করা হয়। ইতোমধ্যে মা.উ.শি. অধিদপ্তর হতে উক্ত প্রভাষক জনাব পলাশ ঘোষ এর নাম এম.পি.ও. সীট থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং উত্তোলিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সেহেতু, জনাব টি. এম. জাকির হোসেন এর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

অফিস আদেশ

তারিখ: ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৪ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২৩.১৭-৩৪৩—যেহেতু, জনাব মোঃ সফিকুর রহমান, সহকারি অধ্যাপক (পদার্থবিজ্ঞান), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা সংযুক্ত: ফরিদপুর সরকারি কলেজ, ফরিদপুর এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল, গোপালগঞ্জ এ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী/২০০৩) এর ১১(গ) ধারায় মামলা দায়ের করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে ০৯-০২-২০১৭ তারিখে বিজ্ঞ আদালত তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ সফিকুর রহমানকে বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি ৭৩ এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং-ED(Reg.VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ অনুযায়ী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা বিধিসম্মত ও জনস্বার্থে প্রয়োজন;

সেহেতু, জনাব মোঃ সফিকুর রহমানকে বিএসআর (পার্ট-১) এর ৭৩ বিধি এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং-ED(Reg.VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ অনুযায়ী ০৯-০২-২০১৭ তারিখ থেকে চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। প্রচলিত নিয়মে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন খোরপোষ ভাতা পাবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৩ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১২.১৭-৩৬৬—যেহেতু, বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ কামরুল আলম নাজির (১৪৬৫), সহযোগী অধ্যাপক(অর্থনীতি), সাতকানিয়া সরকারি কলেজ, চট্টগ্রামকে British Columbia Institute of Technology (BCIT) Canada এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Diploma in Financial Management কোর্সে লেখাপড়ার জন্য ৩০-০৮-২০১১ তারিখ হতে ২৯-০৮-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অথবা দায়িত্ব হস্তান্তরের তারিখ হতে ২(দুই) বছরের শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করা হয়। তিনি শিক্ষাছুটি শেষ হওয়া সত্ত্বেও ১৬-১১-২০১৩ তারিখ হতে ১৭-০৯-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ০২ বছর ১০ মাস ০১ দিন অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতির কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন"এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ০৭-০৬-২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিতে তিনি জানান যে, তার শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছিল ০২-১১-২০১১ তারিখে কিন্তু কোর্সটির সেশন শুরু হয়েছিল ০৪-০৯-২০১১ তারিখে। শিক্ষা ছুটি বিলম্বে অনুমোদিত হওয়ায় এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় নির্ধারিত সময়ে কোর্সটির পড়াশুনা শুরু করতে না পারায় পুনরায় কোর্সটির প্রথম থেকে শুরু করতে হয়েছে। যার ফলে কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়েছে। গত ১৮-০৯-২০১৬ তারিখে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা- তে যোগদান করেন। তিনি মানবিক কারণে তার অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতকালকে অর্ধগড়/বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেন। তিনি তার ভুলের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় তার অননুমোদিত অনুপস্থিত সময়কালকে অর্ধগড়/বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ কামরুল আলম নাজির এর ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত জবানবন্দি এবং আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তার অননুমোদিত অনুপস্থিত সময়কালকে ১৬-১১-২০১৩ তারিখ হতে ১৫-০২-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি এবং ১৬-০২-২০১৫ তারিখ হতে ১৭-০২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত পূর্বের চাকুরির ধারাবাহিকতা বজায়পূর্বক বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো।

তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৬ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২৩.১২-৪০৮—যেহেতু, বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (১৭৬০০), প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), শরীয়তপুর সরকারি কলেজ, শরীয়তপুর এর বিরুদ্ধে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। পরবর্তীতে বিধি অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা জানান যে, "জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এর পিতার হঠাৎ মৃত্যু ও মা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে যান"। প্রথম দিকে তিনি অনিয়মিত উপস্থিতি এবং তৎপরবর্তীতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসাধীন থাকায় তিনি নিয়মিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি চাকুরিতে যোগদানের পর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া শরীয়তপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক মহাপরিচালক মা.উ.শি. বরাবর প্রেরিত পত্রেও অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তার চিকিৎসার পর বর্তমানে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন মর্মে উল্লেখ করে মানবিক দিক বিবেচনায় তাকে চাকুরিতে যোগদানের অনুমতি প্রদানের অনুরোধ করেছেন। এতদসঙ্গে তিনি এ মর্মে অভিযুক্ত কর্মকর্তার ডাক্তারী সনদও দাখিল করেছেন। জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়নি বিধায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (১৭৬০০), প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), শরীয়তপুর সরকারি কলেজ, শরীয়তপুর এর তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন এবং আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তার অননুমোদিত অনুপস্থিত সময়কালকে (০২-০১-২০১০ তারিখ হতে ১৭-১১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। একই সাথে গত ০৯-০৫-২০১৭ তারিখের স্মারক ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২৩.১২.৩০০ নং প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

অধিশাখা-১০ (মাধ্যমিক-১)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৪ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০১১.০০৩.২০১৫-৫৮৫—সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলাধীন জামালগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৪ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ/৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে সরকারিকরণ করা হলো।

২। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কোন শিক্ষক অন্যত্র বদলি হতে পারবেন না।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু আলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ০১ শ্রাবণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৬ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৩৬.০৪৯.০০২.১৫-১৫২—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছেঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	আড়ালিয়া	১৯	গজারিয়া	মুন্সিগঞ্জ
(২)	চর রমজান সোনাউল্যা	২৩২	সোনারগাঁও	নারায়ণগঞ্জ
(৩)	দিলারপুর	৫৬	নরসিংদী সদর	নরসিংদী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।